

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২১, সাপ্তাহিক ২৩ আগস্ট ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 23 Aug. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 21, Rs. 2

সাফল্যের ৩ সূত্র, জানালেন শিলিগুড়ি গার্লসের প্রধান শিক্ষিকা



নিজস্ব প্রতিবেদন : মোবাইল ব্যবহার করুন, কিন্তু মোবাইল যেন আপনাকে ব্যবহার না করে!

শৃঙ্খলা, নিয়মিত পাঠ্যবই পড়ার অভ্যাস আর প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার; সাফল্যের পথে এই তিনটিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন শিলিগুড়ি গার্লস

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অতুহা বাগচি।

শুধু ভালো নম্বর নয়, জীবনে সত্যিকারের সাফল্য পেতে হলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক পড়ার অভ্যাসও বাড়াতে হবে। মোবাইলের ক্ষেত্রেও তাঁর পরামর্শ স্পষ্ট; প্রযুক্তির ভালো দিকটি

গ্রহণ করতে হবে, আর ক্ষতিকর দিক থেকে দূরে থাকতে হবে।

অতুহা বাগচি আরও বলেন, শৃঙ্খলাপরায়ণতা সাফল্যের অন্যতম বড় চাবিকাঠি। নিয়মিত পড়াশোনা, সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকার অভ্যাস একজন ছাত্রছাত্রীকে অনেকটাই এগিয়ে দিতে পারে।

তবে নিজের ছাত্রজীবনের সঙ্গে বর্তমান সময়ের একটি পার্থক্যের কথাও তুলে ধরেছেন প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর কথায়, তাঁরা যখন ছাত্রী ছিলেন, তখন শিক্ষিকারা যে নিষ্ঠা ও মনপ্রাণ দিয়ে পড়াতেন, বর্তমান সময়ে সেই পরিবেশ অনেকটাই বদলে গিয়েছে। অতীতের শিক্ষিকাদের মতো করে আজকের দিনে তাঁরা সবসময় পড়াতে পারছেন না; এ কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি।

ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞান নিয়েও বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন অতুহা বাগচি। তাঁর মতে, প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব ভাষা ও উপস্থাপনার ধরন বুঝতে হবে। ভূগোল উত্তরে বাংলা সাহিত্যের ভাষা কিংবা বাংলা সাহিত্যের উত্তরে ভূগোল ভাষা ব্যবহার করলে চলবে না। বিষয়ভিত্তিক ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করাও ভালো ফলাফলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মোবাইল, শৃঙ্খলা, পাঠ্যবই; সাফল্যের এই তিন সূত্র নিয়ে আরও কী বললেন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা?

জানতে দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ ও ইউ টিউবের বিশেষ ভিডিও।

ভেন্টিলেশন মানেই কি শেষ? চিকিৎসকের স্পষ্ট উত্তর



নিজস্ব প্রতিবেদন : ভেন্টিলেশনে গেলেই কি রোগীর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা শেষ?

একেবারেই নয়! বহু রোগী ভেন্টিলেশনের চিকিৎসা নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন।

তাহলে ভেন্টিলেশন নিয়ে মানুষের এত ভয় কেন?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর দিলেন শিলিগুড়ির তরুণ ত্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনব ব্যানার্জী।

ভেন্টিলেশনে থাকা মানেই রোগী আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না; এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল বলে জানালেন ডাঃ অনব ব্যানার্জী। তাঁর কথায়, ভেন্টিলেশন মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপকে চিকিৎসার মাধ্যমে

সহায়তা করার একটি ব্যবস্থা। অনেক রোগী ভেন্টিলেশন থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে বাড়ি ফিরেছেন।

দীর্ঘদিন দিল্লির একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে ত্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন ডাঃ অনব ব্যানার্জী। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির একটি নামকরা বেসরকারি হাসপাতালের ত্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটের বিভাগীয় প্রধান।

খবরের ঘন্টার সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি শুধু ভেন্টিলেশন নয়, আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিবারের ভূমিকা, ভিজিটিং আওয়ারে কীভাবে রোগীর পাশে থাকা উচিত, পথ দুর্ঘটনা এবং বৃকের মধ্যে হঠাৎ দমবন্ধ করা ব্যথা অনুভূত হলে কী করা উচিত; এমন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ভেন্টিলেশন নিয়ে ভয় নয়, প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা ও সঠিক ধারণা।

ডাঃ অনব ব্যানার্জীর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি জানতে দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউবের বিশেষ ভিডিও।

কুকুরকে ভালোবাসুন, ভালোবাসা ফিরবে বহুগুণ



নিজস্ব প্রতিবেদন : একটি বিস্কুট দিয়েও যদি কোনো কুকুরের মন জয় করা যায়, তার বিনিময়ে মিলতে পারে আজীবন অকৃত্রিম ভালোবাসা। মানুষের বন্ধু, সমাজের গ্রহরী থেকে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গী; কুকুরের অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য।

২৬ আগস্ট আন্তর্জাতিক কুকুর দিবস। এই বিশেষ দিনকে সামনে

রেখে কুকুরদের প্রতি স্নেহ, মমতা ও দায়িত্বশীল আচরণ করার আবেদন জানালেন বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসক ডাঃ শুভঙ্কর ভৌমিক।

ডাঃ ভৌমিক বলেন, কুকুর মানুষের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু। কোনো মানুষ একদিন একটি কুকুরকে সামান্য খাবার বা একটি বিস্কুট দিলেও সেই কুকুর পরবর্তীতে তার প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্য দেখায়, তা সত্যিই অবাক করার মতো।

শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজের নিরাপত্তাতেও কুকুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গভীর রাতে পাড়ায় কোনো অপরিচিত বা দুষ্কৃতী প্রবেশ করলে অনেক সময় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দেই মানুষ সতর্ক হয়ে যান। দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষিত কুকুর সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। পুলিশের ডগ স্কোয়াড ও বন স্কোয়াডেও তাদের দক্ষতার ব্যবহার আমাদের সকলেরই জানা।

তাঁর কথায়, কুকুরের প্রতি অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করার সময় এসেছে। একটি কুকুরকে যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করলেই বোঝা যায়, সে কতটা বুদ্ধিমান, অনুগত ও প্রভুভক্ত হতে পারে।

বর্তমানে একাকিত্ব ও অবসাদ কাটাতেও পোষ্য কুকুর মানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তাই আন্তর্জাতিক কুকুর দিবসে ডাঃ শুভঙ্কর ভৌমিকের আবেদন; কুকুরকে ভয় নয়, ভালোবাসুন; তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, মানবিক আচরণ করুন।



উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (শিল্প ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

খবরের ঘন্টার পাশে থাকুন

প্রিয় পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাবন্ধুরা,

আপনাদের ভালোবাসা, আস্থা ও নিরন্তর সহযোগিতায় খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এক লক্ষ ফলোয়ারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। শুধু শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ নয়; গোটা দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে খবরের ঘন্টার পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার পরিবার।

এই সাফল্য আমাদের একার নয়। এটি আপনাদের প্রত্যেকের। তাই এই বিশেষ মুহূর্তে সকল পাঠক, দর্শক, শ্রোতা, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

খবরের ঘন্টার পথচলার মূল কথা; ইতিবাচক ভাবনা। মানুষের ভালো কাজ, সমাজের ভালো উদ্যোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং মানবিকতার খবর আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি, ভালো খবর শুধু সংবাদ নয়; ভালো সমাজ গড়ার শক্তিও হতে পারে।

এই পথচলাকে আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করতে আমরা শুরু করেছি মাসিক মাত্র ১০০ টাকার মাইক্রো বিজ্ঞাপন ও শুভানুধ্যায়ী সদস্যপদ। আপনার ছোট্ট সহযোগিতাই খবরের ঘন্টার মতো একটি স্বাধীন ও ইতিবাচক ভাবনার সংবাদমাধ্যমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

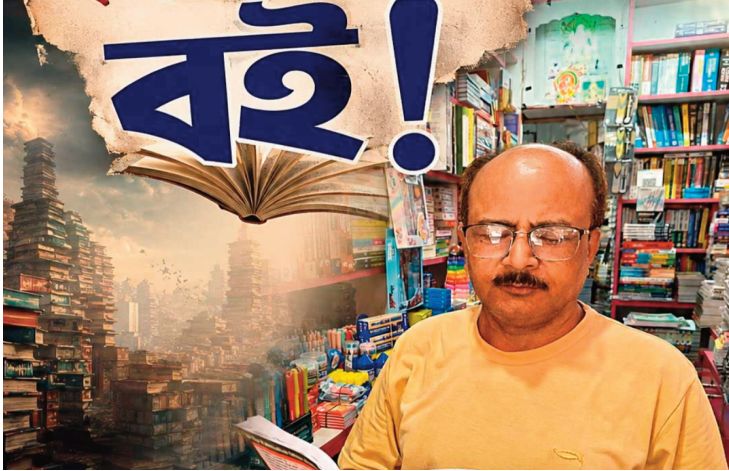
তাই আপনাদের কাছে আমাদের আন্তরিক আহ্বান; খবরের ঘন্টার পাশে থাকুন। ইতিবাচক ভাবনার এই আন্দোলনের অংশীদার হোন। আপনার পরিচিত মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও শুভানুধ্যায়ীদেরও খবরের ঘন্টার সঙ্গে যুক্ত করুন।

এক লক্ষ ফলোয়ার আমাদের কাছে শুধু একটি সংখ্যা নয়; এটি আগামী দিনের আরও বড় দায়িত্বের অঙ্গীকার।

আপনার ভালোবাসা ও সহযোগিতাই খবরের ঘন্টার সবচেয়ে বড় শক্তি।

যোগাযোগ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

বইয়ের পাতায় হারিয়ে যাচ্ছে বই!



নিজস্ব প্রতিবেদন : একসময় যে বই ছিল অবসর কাটানোর সঙ্গী, জ্ঞানের জানালা আর কল্পনার জগতে পৌঁছানোর সেরা মাধ্যম, আজ সেই বইয়ের দিকেই যেন ফিরেও তাকাচ্ছে না নতুন প্রজন্ম।

গল্পের বই, চাকরির পরীক্ষার বই কিংবা জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা; সবকিছুর জায়গা ক্রমশ দখল করছে মোবাইলের পর্দা।

বইয়ের দোকানের তাক থেকে যেন নীরবে ভেসে আসছে সেই আক্ষেপ--ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়, কোনোখানে আমি নেই।

শিক্ষক দিবসের আগে অবশ্য দু’চারজন বইয়ের দোকানে আসেন উপহার দেওয়ার জন্য বই কিনতে। কেউ কেউ পাঠ্যপুস্তকের খোঁজ করেন। কিন্তু তার বাইরে গল্পের বই, উপন্যাস কিংবা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির বইয়ের চাহিদা আগের তুলনায় এখন নেই।

একসময় ছোট থেকে বড়; প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গী ছিল বই ও সাময়িক পত্রিকা। ‘দেশ’, ‘আনন্দমেলা’-র মতো জনপ্রিয় পত্রিকা ঘিরে ছিল পাঠকদের আলাদা আকর্ষণ। বইয়ের দোকানে নতুন সংখ্যা আসার অপেক্ষায় থাকতেন অনেকে। কিন্তু সময় বদলেছে। মোবাইল, ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল বিনোদনের বিস্তারে বই পড়ার অভ্যাসেও এসেছে বড় পরিবর্তন।

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার বই

বিক্রেতা উত্তম রায় জানালেন, বই ও সাময়িক পত্রিকার প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি বইয়ের ব্যবসায় এসেছিলেন। কিন্তু আগের মতো আর ব্যবসা নেই। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই বহু বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শুধু গল্পের বই বা পত্রিকা নয়, পাঠ্যপুস্তকের বাজারেও প্রভাব পড়েছে বলে তাঁর দাবি। তাঁর বক্তব্য, পাশ-ফেল ব্যবস্থা না থাকায় অনেক অভিভাবকও সন্তানদের বই কিনে দেওয়ার বিষয়ে আগের মতো আগ্রহী নন। যখন ফেল করার ভয় নেই, তখন বইয়ের পিছনে এতটা খরচ করার প্রয়োজন কী; এমন মানসিকতাও তৈরি হচ্ছে অনেকের মধ্যে।

ফলে একসময় যে বই মানুষের ঘরে, স্কুলে, ট্রেনে কিংবা অবসর সময়ের সঙ্গী ছিল, আজ সেই বইকেই যেন নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। বইয়ের দোকানের নীরব তাকগুলো তাই বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে; একটা সময় ছিল, যখন কোনোখানে আমি নেই বলা বইয়ের পক্ষে কল্পনাই ছিল না।

বইয়ের এই বদলে যাওয়া সময়, পাঠ্যভ্যাসের সংকট এবং বই বিক্রেতাদের আক্ষেপ নিয়ে আরও কী বললেন উত্তম রায়?

দেখতে থাকুন ‘খবরের ঘন্টা’-র ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউবের বিশেষ প্রতিবেদন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনে জোর, এবিআরএসএম-এর জেলা সম্মেলনে একাধিক সিদ্ধান্ত



নিজস্ব প্রতিবেদন : ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তাঁদের চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল শিলিগুড়িতে শিক্ষক সংগঠনের জেলা সম্মেলনে।

রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম; এসই)-এর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা সম্মেলনে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলন থেকেই আগামী দিনের সাংগঠনিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মপন্থাও নির্ধারণ করা হয়। ১৬ আগস্ট, রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম; এসই)-এর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল জেলার শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষক সমাজের পেশাগত অধিকার ও সম্মান সুরক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে স্থানীয় স্তরে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা।

সম্মেলনে শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ

ভাতা বা ডিএ, বদলি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দ্রুত প্রদানের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণ এবং বর্তমান শিক্ষানীতির সঠিক প্রয়োগ নিয়েও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠন। রাষ্ট্র গঠনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয়তাবোধের ধারণার বিকাশ প্রয়োজন; এই ভাবনাকে সামনে রেখে আগামী দিনে তাঁদের চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের কাজ আরও সুচারুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বসম্মতিক্রমে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার নতুন কার্যকরী জেলা কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা জেলার প্রতিটি সার্কেলেও নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন পেশাগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ টোলি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন

এবিআরএসএম (এসই)-এর রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব, শিলিগুড়ি জেলার বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সমাজ ও দেশ গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে শিক্ষকদের যেকোনও ন্যায্য দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সংগঠন তাঁদের পাশে থাকবে বলেও বার্তা দেওয়া হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মণ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জী, এবিআরএসএম (এসই)-এর প্রদেশ সম্পাদক উজ্জ্বল তালুকদার, প্রদেশ যুগ্ম-সম্পাদিকা কালি মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ বিভাগ প্রচার প্রমুখ তপন কুমার মণ্ডল, মহানগর সহ কার্যবাহ রতন সাহা এবং গ্রামীণ জেলা কার্যবাহ তন্ময় অধিকারী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এবিআরএসএম (এসই), শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জি, জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ নীলাদ্রি শেখর রায়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জি এবং জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা খবরের ঘন্টাকে জানান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে আগামী দিনে সংগঠন আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

নবগঠিত জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার রক্ষা এবং শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

দেশপ্রেমের আবেগে মুখর দার্জিলিং পাব্লিক স্কুল



নিজস্ব প্রতিবেদন : শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের আবেগে উদযাপিত হলো স্বাধীনতা দিবস। শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ির দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; সব মিলিয়ে তৈরি হলো বর্ণময় পরিবেশ।

ছাত্রছাত্রীদের কবিতা, আবৃত্তি, গান ও নৃত্যে স্বাধীনতার আবেগ ছড়িয়ে পড়ল গোটা স্কুল চত্বরে। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও স্কুলের সুন্দর আয়োজনের প্রশংসা করলেন মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শান্তি ছেত্রী। শৃঙ্খলা ও দেশাত্মবোধের আবহে শনিবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হলো শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ির দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দিনটি বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

ব্যান্ডের সুরের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও উপস্থিত সকলেই একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতে অংশ নেন। গোটা অনুষ্ঠানজুড়ে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অভিভাবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের বিশেষভাবে নজর কাড়ে। স্বাধীনতার ভাবনা ও দেশের প্রতি ভালোবাসাকে সামনে রেখে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কবিতা, আবৃত্তি, দেশাত্ম বোধক সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের সুন্দর পরিবেশনায় স্কুল প্রাঙ্গণে তৈরি হয় আবেগঘন ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শান্তি ছেত্রী। দার্জিলিং পাব্লিক স্কুলের মনোরম সবুজ পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীদের নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বিশেষভাবে স্কুলের এই সুন্দর আয়োজনের জন্য ডিরেক্টর বিজয় কুমার শা-এর প্রশংসা করেন শান্তি ছেত্রী। অনুষ্ঠানে স্কুলের ডিরেক্টর বিজয় কুমার শা, অধ্যক্ষা শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস এবং সহ-অধ্যক্ষা ভিক্টোরিয়া রহমান ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বাধীনতা দিবসের এই আয়োজন শুধু উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে।

ডুয়ার্সে নারীস্বাস্থ্যে সচেতনতার বার্তা, এসএসবি শিবিরে পিসিওডি-পিসিওএস নিয়ে আলোচনা



নিজস্ব প্রতিবেদন : পিসিওডি ও পিসিওএস-এর মতো নারীস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে ডুয়ার্সের মালবাজারে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ

আলোচনা সভা ও স্বাস্থ্য শিবির। ৮ আগস্ট এসএসবি-র ৪৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হন শিবিরে অংশগ্রহণকারী মহিলারা। মালবাজারে জি এইচ আর পিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসএসবি ৪৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডান্ট সন্তোষ কুমার এবং ডেপুটি কমান্ডান্ট যোগিতা।

শিবিরে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. কৃষ্ণ বর্মণ ও ডা. দুর্লভ রায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। পাশাপাশি

পিসিওডি ও পিসিওএস-এর বিভিন্ন দিক, সম্ভাব্য সমস্যা, সচেতনতা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেন তাঁরা। প্রয়োজন অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের ওষুধও বিতরণ করা হয়। নারীস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পিসিওডি ও পিসিওএস বর্তমানে অত্যন্ত পরিচিত সমস্যা। এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই বিশেষ উদ্যোগ বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সমগ্র কর্মসূচিতে ফাউন্ডেশনের সভাপতি দীপিকা বন্দ্যে, কোষাধ্যক্ষ শম্পা সরকার, দেবযানী পাল, সাগরিকা তেওয়ারি, উপদেষ্টা অসীম বন্দ্যে, এঞ্জেললা ম্যাম এবং রোশনি কুল্লু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবিরটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

সংস্থার সভাপতি দীপিকা বন্দ্যে বলেন, এই কর্মসূচির সাফল্য আমাদের স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নারীস্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকে স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন আয়োজকরা।

৪০ ফুট উচ্চতায় ২০ ফুটের তেরঙ্গা, স্বাধীনতার বার্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন : ৪০ ফুট উচ্চতায় ২০ ফুটের বিশাল তেরঙ্গা; স্বাধীনতা দিবসে দেশপ্রেমের অন্যরকম ছবি ফুটে উঠল শিলিগুড়ি সুকান্ত নগর কুণ্ডপুকুর ময়দানে। বৃদ্ধদের হাতে বস্ত্র, শিশুদের হাতে ক্লিপবোর্ড ও চকোলেট এবং ১১০০ পথচারীর জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করল শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি-সহ বিশিষ্টজন ও সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে পালিত হলো ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। উৎসবের আনন্দকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল এন্ড স্মাইল পরিবারের এবারের বিশেষ বার্তা। দেশপ্রেম ও মানবিকতার মেলবন্ধনে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। শনিবার কুণ্ডপুকুর ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৪০ ফুট উচ্চতায় ২০ ফুটের বিশাল তেরঙ্গা উত্তোলন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর মানিক অরোরা এবং সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীনতার আবেগে এদিন

কুণ্ডপুকুর ময়দান হয়ে ওঠে দেশপ্রেমের এক মিলনস্থল। স্বাধীনতা দিবসের আনন্দকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এন্ড স্মাইল পরিবারের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। পাশাপাশি ছোট ছোট শিশুদের হাতে দেওয়া হয় ক্লিপবোর্ড ও চকোলেট। শুধু তাই নয়, প্রায় ১১০০ জন পথচারীর জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সংগঠনের উদ্যোগে।

এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে বিশিষ্ট সমাজসেবী নবকুমার বসাক বলেন, স্বাধীনতা দিবস কেবল জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার প্রকৃত আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সমাজের পিছিয়ে থাকা ও প্রয়োজনমতো মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। সেই ভাবনা থেকেই এদিনের কর্মসূচিতে বয়স্ক মানুষ, শিশু এবং পথচলতি সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

নবকুমার বসাক আরও বলেন, সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং বিশেষ দিনগুলিকে মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্মরণীয় করে তোলাই তাঁদের সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করার বার্তা দেন তিনি। অনুষ্ঠানে পক্ষজ মল্লিক-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও সহযোগীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন পেল এক মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নতুন মাত্রা।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

স্বাধীনতা ওদের ডানায়

কলমে তন্ময় ঘোষ

(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)



ওরা যদি আজ প্রশ্ন করে, স্বাধীনতা কাকে বলে?

ওই ছেলেরা বলতে পারে? স্বাধীনতার সঠিক মানে।

যে ছেলেরা পেটের জ্বালায় গুদাম ঘরে বস্তু টানে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়ায় ঘুরছে দু - মুঠো খাবার খোঁজে,

ওদের কাছে প্রশ্ন করো, স্বাধীনতার মানে বোঝে?

পড়াশোনার বয়স ওদের কিন্তু ঘুরছে নানা কাজের খোঁজে।

সকাল সন্ধ্যা ওরা এখন রেস্টুরাতে বাসন মাজে।

আবার খবর বিলি করছে ওরা, সকাল সন্ধ্যা ট্রামে-বাসে।

বহরপী হয়ে আবার কখন যেন নতুন সাজে।

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বেলায় যাদের নুইছে কাঁধ বইয়ের ভারে।

ওদের বয়সী কেউ আবার, ভাঙাচোরা বোতল কুড়োয় মস্ত ঝোলা নিয়ে ঘাড়ে।

উপর থেকে ঝর্ণা নামে গগনচুম্বী পাহাড় ছুঁয়ে।

স্বাধীনতায় ভাসছে ওরা আনন্দটাও আনছে বয়ে।

সত্যি কারের স্বাধীনতা স্বাধীনতাই ওদের মানায়,

বিহঙ্গ আজ নীল আকাশে, স্বাধীনতাই ওদের ডানায়